# চতুরালী

বা

# শ্রীকৃষ্ণরাধিকার ব্রজরঙ্গ।

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[ A COMIC OPERA. ]

---

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

তদীয় বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

---

বীণাযন্ত্র।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ইনষ্টিনিয়া—কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭

[ ALL RIGHTS RESERVED. ]

## বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আমরা একখানি কৌতুক-নাট্য-গীতি (COMIC-OPERA) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু এই অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্ব প্রথমে এই কার্য্যক অপেরা "চতুরালী" রচনা করিলাম। ইহা মদীয় বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। ইহার ধরণ ধারণ, কারণ কারণ প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের, সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছি। ভগবানের কৃপায় চতুরালীর অভিনয় দর্শকমাত্রেরই বিশেষ মনোমত নূতন ধরনের চিত্ত হরণ ও আমোদজনক হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে অত্যন্তই সুখের বিষয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বীণা থিয়েটার।
৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড—টনটনে—কলিকাতা।
১৮ই আষাঢ়, ১২৯৭ সাল।

---

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

### পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল।
আয়ান। চঞ্চন। রাখালবালকগণ।

### স্ত্রী।

রাধিকা। জটিলা। কুটিলা।

N. S. S.
Acc. No 14134
Date 8.1.2008
Item No. 1/0 -
Don. By 5414

# চতুরালী

বা

# শ্রীকৃষ্ণরাধিকার ব্রজরঙ্গ।

## কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—আয়ানের গৃহ।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সরোষে) ও মা! কি, নজ্জা! বউড়ী হয়ে, এম শাউড়ী! আমা হেন শাউড়ীকে ফাঁকি!

কুটিলা। ও মা! মা! শুধু তোমাকে ফাঁকি নয়, আমাকে ফাঁকি। আমি হেন ননদী, নদী শুকিয়ে দি হাকুনির চোটে, আমার ডাকুনি যেন নোকের কানে কাটে,—আমা হাতনাড়া দেখে, আঁৎকে উঠে, সবাই ছোটে,—আমার চো

রাঙানিতে, ছুঁড়ী [illegible] পরবা নোটে, এমন যে আমি কুটিলে, আমাকেও [illegible] দাদাকেও ফাঁকি।

জটিলা। ওলো নিব্বুদ্ধিনি! তোর দাদা আবার মানুষ! সেটা যদি বুঝে গেলোম না হোলো, তবে আমাদের ভাবনা কি? পেড়ি [illegible] গঞ্জনা দিতে [illegible]?

কুটিলা। [illegible] সে আমার [illegible], সে ছুঁড়ীকে দাদাকে [illegible] কোরেচে।

জটিলা। গুণ নয় লো, খুন কোরেছে। [illegible] ছাড়ী [illegible] আজ মুখে কালি চুণ দিয়ে [illegible] খুন বার করি।

কুটিলা। আজ হাতে বেঁধে, পায় জলবিছুটী [illegible]। লুকিয়ে লুকিয়ে কেলে রাখালটার সঙ্গে পিরীত করার আমোদ বার কোরবো।

[বেগে প্রস্থান।

জটিলা। আমিও এক গাছা দড়ী আনি, এমন বাঁধন বাঁধবো, যা কাটলে গাঁট খুলবে না।

[বেগে প্রস্থান।

রাধিকাকে টানিয়া লইয়া কুটিলার পুনঃপ্রবেশ।

কুটিলা। (সরোষে বিদ্রূপ-বাক্যে) রঙ্গি, ওলো আদরিণি রাই! ওলো প্রেমসোহাগি বৃন্দাবনবিলাসিনি! ওলো ভাতারের ভাতখাগী! [illegible] আসরাগী! আজ [illegible] কোরবো [illegible] আমী

রাধিকা। (সকাতর গীত)

কিবা অপরাধ, কেন সাধ বাদ,
কেন বা বিবাদ আমার সনে।
কুলবধূ আমি, প্রিয়তম স্বামী,
স্বামী বিনে কারে না ভাবি মনে॥
দিও না গঞ্জনা, দিও না যন্ত্রণা,
ছাড় কুমন্ত্রণা, ধরি চরণে।
রাখ গো মিনতি, না কর দুর্মতি,
কাঁদায়ো না মোরে যোর পীড়নে॥

দড়ী লইয়া জটিলার পুনঃপ্রবেশ।

জটিলা ও কুটিলা। (সংবাদ গীত)

মা মেয়েতে বাঁধ্‌বো হাতে, শক্ত দড়ী শক্ত কোরে।
ও আবাগী, নষ্ট মাগী, কে আজ করে মুক্ত তোরে॥
জল আন্‌বার কোরে ছলা,
কদমতলায় দেখিস্ কালা,
লুকিয়ে খেলিস্ প্রেমের খেলা,
কেলে ছোঁড়ার গলা ধোরে;—
প্রেমের খেলা আজ ঘেরুবে,
চোকের জলে মজ্‌জ্‌বে

(উভয়ের রাধিকাকে বন্ধন করণ)

পোড়া কদম গাছে আগুন লাগে না গা ?—পোড়া সরুপাঁচার চুড়ো ছিঁড়ে যায় না গা ?—সব চেয়ে পোড়া বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরে না গা ? উঁঃ, একবার কেলো ছোঁড়াটার বাঁশীটে পাই, তো নোড়ার ঘায়ে ছিঁচে ছিঁচে থেঁৎলে ফেলি !

আয়ান। বলি, তুচ্ছ বাঁশীর নামে, এত কুচ্ছ কেন ?

জটিলা ও কুটিলা। কুচ্ছ কেন ? তবে শোন—

(গীত)

কদমতলায় বাঁশী বাজে, ঘরের কোণে রাধা নাচে,
সাজের কিবে ছটা—ঘটার উপর ঘটা।
ভরা ঘড়ার জল ফেলে দে, খালি ঘড়া বাঁ কাঁকে নে,
কদমতলায় ছোটা,—সাবাস্ বুকের পাটা ॥
চুলের বোঁটন এলিয়ে পড়ে, কাঁটাবনে আঁচল ছেঁড়ে,
ছোটে যেন ভাঁটা,—এম্নি প্রেমের আটা ॥
কালার বাঁশী কি গুণ জানে,
তোর বৌকে হেঁচ্‌কে টানে,
নয় যে নোকে খোঁটা,—ওরে ও আবাগের ব্যাটা ॥

আয়ান। (ভাবিয়া রাধিকার প্রতি) বলি, হ্যাঁ রাই ! সত্যি তাই ?

রাধিকা। হায় হায়, কি বালাই ! আমার দিকে কেউ নয়

আয়ান। [illegible] ভূষণ [illegible]। তোমার কে আমি [illegible] তোমার [illegible]। [illegible] একটা কথা,

খাও আমার মাথা, আর চেও না বেথা, বাঁশী বাজে সেথা, না বহিন পায় ব্যথা।

জটিলা। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

আয়ান। অন্তরে অমন, না শুনাস।

জটিলা। যদি না শোনে, বাবা!

আয়ান। তোমার পুত্রবধূ নয় তেমন হাবা।

জটিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) আমার কর্ম্ম না বিশ্বেস।

আয়ান। মা গো, জেনো না দীর্ঘশ্বাস নিশ্বেস। নিতান্তই যদি—

(সেতারি গীত)

শুনিয়ে বাঁশরী, ধাওয়ে কিশোরী,
তবে দোনো মায়ে ঝিয়ে,
যমুনায় যেও, সলিল আনিও,
কলসী কাঁকালে নিয়ে।

জটিলা। ও মা! সে কি ক[illegible] একে আমি বুড়ী, তার গেঁটেবাতে খুঁড়ী, নড়ী ধোরে নড়ি

কুটিলা। সোমোত্তো বৌ থাক্‌তে ঘরে, জল্ আন্‌বো কেমন্ সোরে? দাদা, আমার কম্ম নয়, লোকনিন্দের ভয়।

আয়ান। ভ্যালা যা হোক্! বোয়ের জল আন্‌তে গেলেও দোষ, না গেলেও দোষ; সাধে কি হয় আমার রোষ? দু নৌকয় পা দিলে, কথা কোলে পড়্‌বে জলে। [illegible] কো দিক্ রাখ্‌বে? [illegible]

কুটিলা। (ভাবিয়া) আমরাই জলকে যাবো, সেও ভাল, তবু নোকনজ্জা সইতে নারবো। মা, কি বল?

জটিলা। আচ্ছা, মা, তাই ভাল। আমি যমুনায় যাবার সময়, খালি কলসী কাঁকে কোরে নিয়ে যাবো; আস্‌বার সময়, যদি ভরা কলসী তুল্‌তে নারি, তবে তোর দু' কাঁকে, দুটো কলসী তুলে [illegible],—কেমন?

কুটিলা। (স্বগত) ঘরে কিসে আমারি মরণ। একটা মস্তানী ছুঁড়ীর জ্বালায় আমারই কপালে পস্তানি! আচ্ছা, দুটী ছুঁড়ীকে টের পাওয়াবো—পাওয়াবো—পাওয়াবো। ভিজে কাঠ এনে দিয়ে রান্না করাবো; চোকের জলে নাকের জলে, একসা কোরে, ভবে ছাড়বো। (প্রকাশে) চল্‌বৌ, রান্না ঘরে, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধ্‌বি দাদার তরে।

আয়ান। আহা, না না, বৌকে আজ খাটিও না। যে কোরে বেঁধেছিলে হাতে দড়ী, কেমন কোরে ধোর্‌বে বৌ হাতা বেড়ী? তুমিই আজ চুলোয় চড়াও হাঁড়ী। আমি গিয়ে কাঁচা তেঁতুল পাড়ি।

[প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলা। (সঙ্গিনী গঞ্জন-গীত)

বল্ লো ও লো নষ্ট ছুঁড়ী,
কোন্ ওষুধের খাইয়ে গুঁড়ি,
কোন্ ছোঁড়াটাকে,
খুব কোরি আশনাই

যার কোর্‌বো আজ্ গুণাগুণ,
মুখে দেবো মুড়োর আগুন,
গালে দেবো কালি চুণ,
লঙ্কাবাটা চাপ্‌বো চোখে॥

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—বনভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সভঙ্গি বিরহ-গীত)

বেলা যে বাড়িয়ে গেলো, কই এলো, কই এলো,
রাধা হামারি?
কেউ যে নাহিকো হেথা, কারে বা পাঠাই সখা,
কারে বা ফুকারি?
বাড়িল বিরহ-জ্বালা, ঝালা পালা হোলো কালা,
কোথা, হে পিয়ারি?
এস হে বাঁশীর ডাকে, কলসী কাঁকে,
রাজার ঝিয়ারি॥

মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রবেশ।

মধু। (পরিহাসে) আর আমার খিয়ারী! পুরো ঝক্‌মারি!

সুবল। শাশুড়ী, ননদী, বউড়ী, তিন জনে ধাউড়ী। হুড়োহুড়ি, মারামারি।

মধু। তোমার কপালে ফক্কিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, সখা! কি হয়েচে?

মধু। কপাল তোমার ভেঙে গেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, ভাই?

মধু। আটিল রাই।

সুবল। আর উপায় নাই।

মধু। তোমার বাড়া ভাতে ছাই। রাধা পড়েচে বাধা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন রাধা পড়েচে বাধা?

মধু। তোমারি দোষে, শাশুড়ী ননদীর রোষে, ঘরের কোণে বোসে, মনের আক্ষোসে, দীর্ঘ নিশ্বেসে, রাধা কেঁদে কেসে যায় যায়।

সুবল। ওহে বাঁশী ফোঁকা কি ভাল, আমরায়?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন উপায়?

মধু। ছড়ী আর কলসী।

সুদামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রতি) না না, তোমরা তামাসা কোচ্চো।

মধু। বোল্লেও তামাসা। আচ্ছা, এই তো সুদাম দাদা আসা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই, সুদাম! না হইও বাম, পূরাও মনস্কাম, বাঁচবে তবে শ্যাম।

সুদাম। দৌড়ে এলুম, আগে মুছি ঘাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিই না হয় মুছে দি। বল, ভাই, কেমন আছ রাজার ঝি?

সুদাম। সে কথা আর বোল্‌বো কি? সত্যি সত্যি, ভাই, আটক পোড়েচে রাই। খাণ্ডড়ী বাঘিনী, ননদী নাগিনী, রাধার কান্নার সুর পাহাড়ী রাগিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। (সকাতরে) আঁ, বল কি! এমন হয়েচে আমার মানিনী! আমি আগে তো কিছুই জানিনি।

(সঙ্গি গীত)

হায় হায়, এ কি শুনি, ভাই!
আটক পোড়েচে আমার বিনোদিনী রাই॥
তাই তো আমার বাঁ হাত কাঁপে,
দম্ আট্‌কে পেট্‌টা ফাঁপে,
বুকে যেন পাথর চাপে, কোন্ দেশে বা যাই;—
কেমন কোরে আবার আমি রাইকিশোরী পাই॥

মধু। আমারও ভাবচি তাই॥

সুদাম। কিন্তু উপায় নাই।

সুবল, সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সঙ্গি গীত)।

ধেনু চরাও, [illegible] চও,
[illegible] দেও ছোড়ে দেও রাই [illegible] শা।

তোড়্ দেও চুড়া, ফেঁক্ দেও ধড়া,
ভুল্ যাও, ভেইয়া, প্রেম-পিয়াসা ॥
শাস ননদিয়া ভৈ গেল বৈরী,
কৈসন মিলব নওল কিশোরী,
অব্ তুহুঁ রহ, ভাই, গুমুরি গুমুরি,
খুচ্ গেই, ভাই, তোরি সগরি ভরোসা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল ভুল, তোমাদের সকল কথাই ভুল। আমি চতুর-চূড়ামণি, আমার চতুরালীর কাছে কে পার পেতে পারে?

মধু। তা তো জানি, ভাই কানু! কিন্তু এ যে জটিলে কুটিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

দেখ্‌বো কেমন সে কুটিলে,
দেখ্‌বো কেমন সে জটিলে,
কলঙ্কিনী রাইকে করে মোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক বোল্‌চি।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চি।

(গীত)

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী, রাই কিশোরী বিনোদিনী,
আমার তরে সইছে পীড়ন ঘোর ॥
(তাললয়ে) হায় হায় রে! হায়

(গীত)

অকলঙ্কী কোর্‌বো তারে, এমন চতুরালী কোরে,
শাস ননদী দেখ্‌বে ফিকির মোর ॥

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তালসহ) পারবে কি, ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। (তালসহ) দেখে নিও।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তালসহ) পারবে কি, ভাই?

শ্রীকৃষ্ণ। (তালসহ) দেখে নিও।

(গীত)

নাকে কাণে দিয়ে খৎ, কোর্‌বে আমায় দণ্ডবৎ,
সাঁঝের বেলায় দেখিয়ে দেবো ভোর ॥

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তালসহ) শক্ত কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। (তালসহ) বড্ড সোজা।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তালসহ) শক্ত কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। (তালসহ) বড্ড সোজা।

সুদাম। বল কি, ভাই, এমন চতুরালী!

শ্রীকৃষ্ণ। রাধার কলঙ্কমোচন ও কষ্টমোচনের উপায় করিগে। তোমাদের তিন জনকে চাই। তোমরাই আমার চতুরালীর চক্র।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (সভঙ্গি গীত)

আয় যাই, ভাই, কানুর সনে,
দেখ্‌বো কেমন চতুরালি।

নিতুই নিতুই ক্ষিকর কতই,
খেলে মাদের বনমালী ॥
রাই কিশোরীর প্রেমের তোরে,
আজ কালা কি ফন্দী করে,
দেখতে হবে বিশেষ কোরে,
শেষটা না হয় চলাচলি ॥

[সকলের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—যমুনাতট।

যষ্টিহস্তে জটিলা ও দুই কক্ষে দুই জলপূর্ণ কলসী লইয়া কুটিলা দণ্ডায়মান।

কুটিলা। ও মা, অনন্তেসের কোঁটা চড়চড়ায় ভারি।

জটিলা। বুঝতে নারি।

কুটিলা। দু কাঁকে দুটো জলভরা ভারি কলসী, সাম্‌লাতে পাচ্ছিনি যে।

জটিলা। তা কি করবি, বাছা, বল্? বৌ বেটী নেড়েচে যে কল, তাই কপালে কর্ম্মফল। এখন কোঁৎ পেড়ে মা, আস্তে চল্।

কুটিলা। মা, তুই বড় খল।

জটিলা। আমি বুড়ো মানুষ, এখনি হব বেহুঁস, তাই তোর দু কাঁকে দু কলসী; তেমন বড় নয়, যেন দুটো ফুটো মালসী।

কুটিলা। (বিরক্ত হইয়া) বটে, বেটি বটে! ভারের চোটে, দম যে ফাটে, কোমরের গাঁটে ধোল্লো ব্যথা সেঁটে, কার সাধ্যি হাঁটে?

জটিলা। তবে একটু হন্‌হনিয়ে চল্।

কুটিলা। আমার কর্ম্ম নয়, ঢেলে ফেলি জল।

জটিলা। তবে হবে না রান্না?

কুটিলা। পাচ্চে আমার কান্না।

জটিলা। [illegible]দিস্ নি। [illegible] জল।

কুটিলা। বাবা রে, আমি যেন ছুটো ছালাবওয়া বলদ।

জটিলা। তবে আমি ঠ্যাঙার ঠ্যাকা দি।

কুটিলা। ওলো ভাল মানুষের ঝি! আমি আর পারি নি। এই একটা কলসী নামাই তুলে। (উত্থান করণ)

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া রাগত ভাবে) আগুন্ লাগুক তোর মুখে।

কুটিলা। তুই একটা কলসী নিয়ে, চল্ না মুড়ে মুড়ে।

জটিলা। আমি কাঠির মত নাস্তির ভারই বইতে পারি, এই পড়ুনু শুয়ে। (ভূতলে শয়ন)

সুদাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

সুদাম। বলি, হচ্চে কি, গো মা বেটী?

মধুমঙ্গল। তপ্ত ধুলোয় লুটপুটি।

সুদাম। ও ভাই, তোল বুড়ীকে ধোরে চুলের ঝুঁটী।

জটিলা। (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া উঠিয়া) তবে রে ছুঁটো কলাই-শুঁটী! আমার সঙ্গে খুটিখুঁটি? এমি জোরে মারবো লাঠি, হাড় গুঁড়িয়ে কোরবো মাটি।

সুদাম। আরে মা বেটি, পাকাচুলের ফস্‌কা আঁটি!

জটিলা। (সরোদনে) বলি, ওলো কুটিলে! তোর সামনে তোর মা জননীর এত অপমান।

কুটিলা। আচ্ছা, দাঁড়া মা, গাই একটা রাগের গান।

(সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

ওরে ও ভ্যাগরা ছোঁড়া,

হতচ্ছাড়া, মুখ-পোড়া!

কুকুর, ভেড়া, শেয়াল মেড়া,
খোঁড়া ঘোড়া, পাটের মড়া!
কুয়ের গোড়া, গুয়ের ঝোড়া,
শিখ্‌নিঝাড়া, ঢুঁসো ঢোঁড়া!
বাঁকা টেড়া, ন্যাকড়া-ছেঁড়া,
মার্‌বো নোড়া; দাঁড়া দাঁড়া!

সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

মাইরি নাকি, প্যাঁচামুখী,
পান্তাখাকী, ভাঙা ঢেঁকী!
বেরাল-চোকী, খ্যাঁদা-নাকী,
ঘুঘু পাখী, কলসী-কাঁকী!
ধুমড়ী খুঁকী, চ্যাপ্‌টা-বুকী,
মার্‌বি নোড়া, মার্‌তো দেখি!

কুটিলা। (সাভিমান রোদনে) মা! ও মা! মা গো, ও মা! এ ছুটো, কেলে ছোঁড়ার টাট্টু ঘোড়া, নাইকো ঘোড়া। এ ছুটোকে আঁটা, বিষম ন্যাঠা। চল্ মা, ঘরে যাই, কাজ নাই, ঘেঁটে ছাই।

জটিলা। (সাশ্রুতে হাই তুলিতে তুলিতে) হা—আ—ই।

মধুমঙ্গল। (সহাস্যে) এ দিকে হাই—ও দিকে রাই ঘরে নাই।

জটিলা। অবিশ্যি ঘরে আছে।

মধু। পাবার গেছে [illegible]।

কুটিলা। তোদের কথা মিছে—মিছে।

মধু। সত্যি সত্যি—গেছে—গেছে।

সুদাম। কথা রাখ, এসে দেখ—ডান দিকে কানাই, বাঁ দিকে রাই, ঘোমটা টেনে, আড় নয়নে, শ্যামের পানে আড়ে চেয়ে; সত্যি মিথ্যে দেখ গিয়ে।

জটিলা। (সবিস্ময়ে) ও কুটিলে।

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) উঁ।

জটিলা। বলে কি?

কুটিলা। হুঁ।

জটিলা। বৌ কি আবার দেখালে কু?

কুটিলা। ছুঁড়ী জাতি কু।

মধু। আর ভ কু ভু কু কোরে কি হবে? খালি ঘরে যাও। না কামতলায় গিয়ে পাকুকিকা বাই আটকাবে।

জটিলা। তোদের কথা মিথ্যে।

মধু। তবে খালি ঘরে যাও মোড়ে।

সুদাম। দিতে এনুম সুসম্বাদ, লাভে হ'তে বিসম্বাদ। এখনকার কালে, যদি ভাল কোত্তে এলে, আর গালাগাল খাবে। এ হোক্ ছাই, চল্ ঘরে যাই।

মধু। তাই চল্ ভাই।

সুদাম। দাঁড়া, আগে দু'জনে মিলে মিলন-গানটা গাই।

মধুমঙ্গল ও সুদাম। (সভঙ্গি গীত)

শ্যাম ননদিয়া আওল যমুনা।
ধরি ভাগল পঙ্কজনয়না॥

কদমকমূলে যাঁহা কানুহাই।
উহাঁ যাই মিলল বিনোদিনী রাই॥
তা থৈ তা থৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং।
কালার বামে রাইকিশোরী হেলে দুলে করে রং॥
শাউড়ী ভাবে বউড়ী এবার আটক পোড়েচে।
ননদ ভাবে গারদ-ঘরে বৌকে পুরেচে।
(আবার) বৌড়ী ভাবে ওরা আমার কলা কোরেচে॥
ধিনি কিটি তিনি কিটি, তা থা থা।
শাউড়ী ননদ দৌড়ে যা॥
শ্যামরু বামহি শোভত গোরী।
জলদ-কোরে জনু চমকে বিজুরী॥
জটিলা কুটিলা হেরি ইহ রূপঘটা রে।
ভেই গেল একদম্ পাকা ফুটিফাটা রে॥

কুটিলা। ওরে, তোদের এ মিলন-গান আমার কানে যেন বিরহ গান বোধ হোচ্চে।

মধু। তাই তো বটেই। মায়ে ঝিয়ে, ছুটে গিয়ে, বউটিরও অনন্ত বিরহ ঘটাও। যাও যাও—ধাও ধাও।

কুটিলা। দৌড়ে চল্ মা!—উড়ে চল্ মা! আজ রাধার এক দিন, কি আমাদেরি এক দিন; দেখ্‌বো—দেখ্‌বো।

জটিলা। আমি যে বুড়ী, ছুট্‌তে নারি, হায় মা হায়!

কুটিলা। তবে আমার কোলে আয় মা আয়।

মধু। কল্‌সী ছুটোর উপায়?

সুদাম। ঐ দিকে ফেলে দি আয়।

কুটিলা। মা! তুই ভারি বড়।

মধু। ওগো, আল্‌গোছে কোলে চড়।

কুটিলা। দৌড়ো—দৌড়ো।

মধু। শুধু দৌড়ুলে হবে না। দুজনে কোলদোলার গান গাইতে গাইতে দৌড়ও, নৈলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

জটিলা। ও মা, বলে কি! আমি যে বেতো রুগী, কন্‌কনিয়ে আড়ষ্ট হব। আয় লো, বেগার দায়ে, মায়ে ঝিয়ে, কোলদোলার গান গাইতে গাইতে যাই।

(নৃত্যঙ্গ গীত)

দোল্ দোল্ দোল্ দোদুল্ দোদুল্ কোল্‌দোলা।
মেয়ের কোলে মা দুল্‌চে, বা রে সাধের দোল-খেলা॥
মাটির কলস ফেলে দিয়ে,
জ্যান্তো কলস কোলে নিয়ে,
মাকে কাঁকে ছুট্‌চে মেয়ে,
নাগর-দোলার বোল্‌বোলা॥

[সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—গ্রাম্য পথ।

আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। বেশ্ বড় বড় কাঁচা তেঁতুল পেড়েচি। দোরে নেও—তিন পাথর ভাত মেরেচি। কাঁচা তেঁতুলের অম্বল, ঠিক্ যেন শীতকালের কম্বল।

দধিভারস্কন্ধে চঞ্চন গোপের প্রবেশ।

চঞ্চন। ওহে আয়ান ভায়া, এ দিকে তিন পাথর ভাত মারচো মেথে অম্বল, শীত ভাঙ্গচো গায়ে রেখে কম্বল, ও দিকে হারিয়েচে তোমার জীবন-সম্বল।

আয়ান। জীবন-সম্বল কি, হে চঞ্চন?

চঞ্চন। আইবুড়ো, মন্দব মুখে এ কথা সাজে, কিন্তু তুমি এমন ফাঁকা আওয়াজ কোল্লে!—ছি!

আয়ান। ওঃ, এতক্ষণে তোমার কবিত্বতত্ত্ব উপসত্ব বুঝেছি, অর্থাৎ আমার জীবন-সম্বল হচ্চেন রাই।

চঞ্চন। হাঁ, দাদা ভাই!

আয়ান। আচ্ছা, ভাই, রাই হারিয়েচে কিমত প্রকারে, একবার প্রকাশ কোরে বল দিকি?

চঞ্চন। অর্থাৎ তোমার রাধা, ভেঙে আভাঙন বাধা, তোমা বাখিয়ে গাধা, কালার কাছে, গেছে দাদা। ইতি প্রকাশ কোরে বল্লুম।

আয়ান। (গীত)

এই যে আমি প্রবোধ দিয়ে,
ঘরের কোণে এলেম ধরে।

আবার গেছে ছোট্‌কে ছুঁড়ী,
আগুন দিয়ে আমার মুণ্ডে ॥
চঞ্চনা রে, কি শুনালি,
মনটা আমার চন্‌চনালি,
বুক্‌টো আমার কন্‌কনালি,
উল্‌টে রাগে পড়ি ভুঁয়ে ॥
ছুঁড়ীর গায়ে ভূতের হাওয়া,
নৈলে কেন আবার ধাওয়া,
আজ ঘুচুবো ভূতে পাওয়া,
ফুস্‌ মন্তর ঠ্যাঙার ফুঁয়ে ॥

চঞ্চন। হবে কেন দেরি আর? ঝট্‌ কোরে হও আগুসার, নৈলে রাধা পগার-পার, আবার মেলা হবে ভার।

আয়ন। (বিবিধ ভঙ্গিতে কখন তাল ঠুকিয়া, কখন ডন্‌ ফেলিয়া, কখন লম্ফঝম্ফ করিয়া, কখন হাঁচিয়া, কখন কাসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন বসিয়া, কখন বা চঞ্চনকে ধাক্কা ও চড় দিয়া গীত)

এখনি যাব, কোসে ঠ্যাঙাব,
মজা দেখাব, ভাই।
কদম-তলে, লোচন-জলে,
ভাসবে ভুতুড়ী রাই ॥

হাত্তেরি কানু, হাত্তেরি বেণু,
দুত্তেরি প্রেমকি ছাই।
চঞ্চন্ দাদা, হাত্তেরি রাধা,
দুত্তেরি পিরিতিনা বাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—লতাকুঞ্জ।

পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রাধিকা দণ্ডায়মান।

শ্রীকৃষ্ণ। (সোহাগ গীত)

গোচারণ-ছলে, কদম্বের তলে,
তব লাগি বোসে থাকি।
মুরলী বাজায়ে, মন মজায়ে,
রাধা রাধা বোলে ডাকি॥
সকলি ভুলিয়ে, নয়ন তুলিয়ে,
তব পানে চেয়ে থাকি।
আমি অবিরাম, রাধে তোরি নাম,
হৃদয়ে আমার আঁকি॥

মম মনচোরা, হৃদিমনোহরা,
তুই রাই মম আঁখি।
পরাণ-পুতুল, সোহাগের ফুল,
তুই লো প্রেমের পাখী॥

দূরে অন্তরালে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ও লো ও কুটিলে। দ্যাখ্ লো দ্যাখ, রঙ্গ দ্যাখ্, পিরীতমাতালী ছুঁড়ী করেচে কি লো! অ্যাঁ, এই যে এখুনি রান্না ঘরে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বোসেছিল, এরি মধ্যে টোপ্‌কে পোড়ে, কেলেটার কাছে পালিয়ে এলো! ও মা! কি ঘেন্না, যাব কোথা!

কুটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) তাই তো মা, এই সেথা—এই হেথা! আজ ধোরে নিয়ে গিয়ে, বুকে বসাবো তিন জোড়া জাঁতা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ইচ্ছে করে, দৌড়ে গিয়ে মারি এক ঠ্যাঙা, ভেঙে যাক্ মাথা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) মা, তুই বুড়ী হাবড়ী; কেলেটা দিলে দাবড়ী, পড়্‌বি খেয়ে মুখ-থাবড়ী। ঠ্যাঙা দে, আমি যাই, আজ্ ভাঙ্‌বো রেয়ের প্রেমের বাই। (গমনোদ্যোগ)

জটিলা। (বাধা দিয়া জনান্তিকে) না, কুট, দিস্‌নি ছুট, কেলে ছোঁড়া ঢ্যাটা উট, এখনি কোর্‌বে ভুট।

কুটিলা। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, তা বই কি! আমি শক্ত নই কি! ও কোর্‌বে ভুট, ধোর্‌বো আমি ওর চুলের ঝুঁট।

জটিলা। (জনান্তিকে) না, মা, না, [illegible] মেয়ে,

পেলে বেয়ে, ও ছোঁড়া ফেল্‌বে ছুঁয়ে। শেষে কি, ও আবাগী, তোরও ঘট্‌বে বেয়ের দশা? ও ছোঁড়া যে প্রেমকামুড়ে যোড়কে মশা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) তবে কি হবে মা?

জটিলা। (জনান্তিকে) দাঁড়া না। আগে দেখি রসরঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ, রঙ্গভঙ্গ; তার পর রাগে যখন জ্বল্‌বে অঙ্গ, তখন স্বাল লবঙ্গ, গুঁজ্‌বো বেয়ের চোকে। দেখ্‌বো কেলে কেমন রোখে।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

কুটিলা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া জনান্তিকে) ও মা, আর নেই ভয়, দাদা মহাশয়, হলেন উদয়।

আয়ান ও চঞ্চনের প্রবেশ এবং জটিলা ও কুটিলার নিকট দণ্ডায়মান।

জটিলা। (জনান্তিকে আয়ানের প্রতি সকাতরে) আয় আয়, বাপ্‌ রে আমার! সোনার যাদু রে আমার! মাথার মানিক রে আমার! কাঙালিনীর পুত রে আমার! দ্যাখ্‌ একবার—দ্যাখ্‌ একবার, তোর রাই কিশোরীর প্রেম্‌-কারবার। সাধ কোরে কি তোকে বলি গাধা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) সত্যি মা, দাদা বড্ড হাঁদা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ছিছি, কি ঘেন্না, অপমানে হলুম খাঁদা।

চঞ্চন। (জনান্তিকে) সত্যি সত্যি। আয়ান দাদার পেটটাই সাদা। অত হোলে সাদা, কপালে কেবল কাঁদা।

আয়ান। (জনান্তিকে) আই তো, এ যে [illegible]

সাধ [illegible]

জটিলা। (জনান্তিকে) মোর ঠ্যাঙায়। কেষ্টাকে মেরে, ভেষ্টাকে পোরে, ভীমরুলের ঘরে, রাখ্ গে তোরে।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) নৈলে, কলসী দড়ী গলায় বেঁধে, সোয়গে ডুবে মনের খেদে।

আয়ান। (জনান্তিকে) এখন আমার বড় বিদে। তুই একটু দিবি খোগাড়?

চঞ্চল। (জনান্তিকে) ক্যান্ রে হিঁচড়ে ষাঁড়?

আয়ান। (জনান্তিকে) তা হলে ভাঙি দুটোরি ঘাড়।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) আচ্ছা, লাগে।

আয়ান। তুই যা আগে।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) হুঁ! যদি না পাই বাগে, তবেই দোরবে বায়।

আয়ান। (জনান্তিকে) ধিক্ তোর পুরুষের রাগে! আয় আমার সাথে, লাঠি হাতে, মারবো মাথে, মোর্‌বে তাতে।

জটিলা। (জনান্তিকে) ওরে, আর দেরি কেন? যা।

আয়ান। (জনান্তিকে) তবে এই দেখ্ মা। (সরোষে গর্জ্জন করিতে করিতে ও নানাবিধ ভঙ্গিতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে) রে রে রে রে রাই! এই তোর মাথা খাই! (যষ্টি উত্তোলন)

রাধিকা। (সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) হায় হায়, ওহে প্রেমময়! কি হতে কি হয়, ভারি ভয়, মস্ত ভয়, আয়ান নির্দ্দয়, পাঠায় যমালয়!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাই! মাতৈ মাতৈ, কৈ আয়ান্ কৈ?

রাধিকা। ঐ ঐ ঐ। (চতুর্দ্দিকে ধাবন)

জটিলা। ওলো ও কুটিলে! ছুঁড়ী ছুটে পালাল যে! হাত

(জটিলা ও কুটিলার স্বীয় স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, ধাবমানা রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধ ভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। (শশব্যস্তে ছুটিতে ছুটিতে) চঞ্চন ভায়া, ধর জায়া!

চঞ্চন। রাই যে তোর অন্ধকায়া!

আয়ান। ও কেবল ভুও মায়া!

চঞ্চন। তবে বাঁক হাতেই ছুটি। (দধিভারস্কন্ধে নানা-ভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। রাই, আর তোর রক্ষে নাই। এইবার ধরবো চুলের মুঠি! (ধাবন)

রাধিকা। (ছুটিতে ছুটিতে) কালা হে কালা! বড় জ্বালা, রক্ষে কর।

চঞ্চন। আয়ান্ ভায়া, সায়ে জায়া, জাপ্‌টে ধর!

আয়ান। (রাধিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া) তবে রে ফোচ্‌কে ছুঁড়ী! মোচকে কুঁড়ী! পিরীত-গুঁড়ী! শুট্‌কো-ভুঁড়ী! মুড়ী-পুড়ী! ছেঁড়া ঘুঁড়ী! গালার চুড়ী! ভাঙা বুড়ী! পোড়া মুড়ী! ভাঙা হাঁড়ী! কুচ্‌কে ধাড়ী! আজ্ করবো তোকে কোড়ে রাঁড়ী!

জটিলা। (সরোষে) টেনে খোল্ গায়ের শাড়ী, মারি কোদে ঠ্যাঙার বাড়ি।

আয়ান। (রাধিকার অর্দ্ধাবৃত বসন খুলিয়া ফেলিয়া সলজ্জে) আরে ছি! এ কি! এ তো আমার রাই নয়, সুবলো ছোঁড়া!

চঞ্চন। (সলজ্জে) ছি ছি, বুড়ী হলো মন্দা ঘোড়া!

আয়ান। (সরোষে) তুইই তো যত কুয়ের গোড়া! তো হতেই এই কেলেঙ্কারি!

চন্দ্রাম। (ভয়ে) ঘাট হয়েছে, বাবাজি।

জটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি লাজ! ছোঁড়ার গায়ে ছুঁড়ীর সাজ! পড়ুক আমার মাথায় বাজ।

কুটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি ঘেন্না, ডাককুকুরে পায় পায় কান্না, রাধাসিন্নী হলো রামসন্না।

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) মা আমার বুকী, বোন্ আমার খুঁকী! তাই রাইকে দিয়ে দোষ, বাড়ায় মিছে আমার রোষ। আমি খুব জানি, রাধা আমার তেমন নয়, কলঙ্কে তার ভারি ভয়। সে জানে না আমা বই, এমি আমার রাই রসময়।

সুদাম, মধুমঙ্গল ও অন্যান্য রাখাল-
বালকগণের প্রবেশ।

চন্দ্রাম। ভাই আয়ান।

আয়ান। চেপে রাখ্ তোর বয়ান! বোকা, বুড়ো পোঁকা! (জটিলার প্রতি) কি আর বোল্‌বো বল্, তুই আমার মা, নৈলে, (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) মা কোরে দিতুম এক ঘা!

জটিলা। (ভয়ে) না, বাবা! না, বাবা!

আয়ান। (কুটিলার প্রতি) দেখ্ কুটিলে! তুই আমার নৈলে মুখে দিতুম ছুড়োর অগ্নি!

কুটিলে। (সভয়ে) দাদা! দিও না তাপ, করহ মাপ।

আয়ান। (জটিলা ও কুটিলার প্রতি) খবরদার, আর কখন আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী রাধার ঘাড়ে এমন কোরে মিছ-মিছি দোষ চাপিও না। রাধার আমার কিসের অভাব? ঘরেতে ধান আছে—ডাবরে পান আছে; পাদাড়ে খুঁটে আছে—ভাঁড়ারে মিষ্টি আছে; পেটরায় বসন আছে—কাঠরায় আসন আছে;

হাঁড়ীতে আছে আছে; কারণ-লতা আয়না আছে—গা-ভরা গয়না আছে, তা ছাড়া আমি, তার সর্ব্বস্ব ধন স্বামী। শোনো বলি,—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়, অতিনিশ্চয়, রাধা আমার নয় কুপথ-গামী। তাতে আবার সে এই কানুর স্বামী।

চঞ্চল। তা বটেই তো।

আয়ান। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) শোনো, বাপু কানায়ে ভায়ে! তোমার কোন দোষ নেই, তুমি কিছু মনে কোরো না, বাবা! (সকলের প্রতি) শোনো সকলে! আমি যেমন ছেলে খেলায়, ছেলেদের সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, কোন ছেলেকে মেরে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেল তুম, কানায়ে ভায়েও আমার সেইরূপ সুবল ছেলেটিকে মেয়ে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেলে; কারণ, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"।

চঞ্চল। ঠিক্ ঠিক্, মামার স্বভাব ভাগ্নেই পায় বটে।

আয়ান। বটে কি না বটে?

চঞ্চল। বটে বটে।

জটিলা। তবে এখন চল বাড়ী হেঁটে।

সুবল। তা হবে না, আমি কখনই ছাড়্‌বো না। আমাকে মারে ঝিয়ে বড় গাল দিয়েচো—অপমান কোরেচো—এমন কি দু ঘা মারেও চো।

জটিলা। কই, বাবা, তোমায় তো মারিনি।

সুবল। তা শুনতে চাইনি। এখন গলায় কাপড় দিয়ে, দাঁতে কুটো নিয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে, গায়ে ঝিয়ে, নাকে কাণে খৎ দাও, মুটি মেরে বাড়ী যাও।

জটিলা। ও বাপ্ আয়ান! [illegible]

আয়ান। তা কি [illegible]

[illegible]